তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৭

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের সময়সূচি**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৫টি ঈদের নামাজের জামাআত অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম জামাআত সকাল ৭টা, দ্বিতীয় জামাআত সকাল ৮টা, তৃতীয় জামাআত সকাল ৯টা, চতুর্থ জামাআত সকাল ১০টায় এবং পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাআত সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

বতর্মান করোনা পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গত

২৬ এপ্রিলে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মসজিদের ইমাম-খতিব, মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

শারমীন/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৬

**গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণে ৩৫ লাখ ডোজ**

**ভ্যাকসিন আমদানি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাশিয়া থেকে উন্নতমানের ৩৫ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন আমদানি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি এ ভ্যাকসিন আমদানি করা হয়েছে।

দেশের গবাদিপশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ভোলা জেলায় আমদানিকৃত এ ভ্যাকসিনের যথাক্রমে ৯ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ ডোজ, ১০ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ ডোজ, ৬ লাখ ৭০ হাজার ডোজ এবং ৭ লাখ ৯৫ হাজার ডোজ প্রেরণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেন, গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের অর্থনৈতিক লাভের নিশ্চয়তা প্রদান ও বিশ্ববাজারে দেশের প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। এ রোগে দেশের ডেইরি খাত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বিধায় পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন আমদানি করছে সরকার। ইতোমধ্যে ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ কোটি ৩৭ লাখ ১৪ হাজার ২৮৬ ডোজ ভ্যাকসিনের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে যার প্রথম ধাপে ৩৫ লাখ ডোজ অতিসম্প্রতি রাশিয়া থেকে দেশে এসেছে। এর মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক গরু, ছাগল, মহিষ এবং ভেড়া ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনা হচ্ছে যা দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। করোনা মহামারির এ সময়ে খামারিদের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে এ ভ্যাকসিন কার্যকর ভূমিকা রাখবে। করোনা সংকটে সরকার খামারিদের ক্ষয়-ক্ষতি কমানো ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক ও উৎপাদনশীলতার দিক থেকে গবাদিপশুর সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ যা সংক্ষেপে এফএমডি নামে পরিচিত। এ রোগ সাধারণত গবাদিপশুর ক্ষুরে বেশি হয় বলে একে ক্ষুরা রোগ বলা হয়।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৫

**প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতার আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে যেন স্বচ্ছতা থাকে। যে এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই যেন ঋণ দেয়া হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকিতে রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যে উদেশ্যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তার সফলতা দেশের মানুষ আজ দেখতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে করোনা মহামারির মধ্যেই মানুষের জীবন ও জীবিকার সচল রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন এবং ঋণের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আজ ভার্চুয়ালি এসব কথা বলেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ড. মোঃ মফিজুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজুল করিম। এছাড়া, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, এসএমই খাত হলো আমাদের অর্থনীতির লাইফলাইন। এখাতের ঋণের অর্থ অতি দ্রুততম সময় ও সহজ উপায়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যেসব উদ্যোক্তা প্রথম প্যাকেজের আওতায় সুবিধা পাননি, তাদের খুঁজে বের করে ঋণের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, সারাদেশে যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে করোনা মহামারির প্রভাব সফলভাবে মোকাবিলা করে আমরা অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষ প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন তিনি। শিল্প প্রতিমন্ত্রী করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদে থাকার আহ্বান জানান।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৪

**বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বরিশাল জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৩৩৩টি পরিবারের ১ লাখ ৪ হাজার ৯৯৮ জনের মাঝে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৬৬২টি পরিবারের ৮ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮১ জনের মাঝে ৮ কোটি ৩৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ -এ কলের মাধ্যমে ১৭৮টি পরিবারের ৭৯৬ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ভোলা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ সহায়তা) খাতে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৯৭৫টি পরিবারের ৫৫ হাজার জনের মাঝে ৮৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৪৮ হাজার ২১৫টি পরিবারের ১ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৮ জনের মাঝে ২ কোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৯৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ -এ কলের মাধ্যমে ৩৮৫টি পরিবারের ১৩৪৭ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বরগুনা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯১৬টি পরিবারের ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬৪ জনের মাঝে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২টি পরিবার বা ৫ লাখ ২০ হাজার ৪৮৮ জানের মাঝে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ -এ কলের মাধ্যমে ১৩৫টি পরিবারের ৫৪০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঝালকাঠি জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৭৪০ টি পরিবারের ৬৩ হাজার ৯৫৮ জনের মাঝে ৬৮ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২৯ হাজার ৭৭৩ টি পরিবারের ১ লাখ ৩০ হাজার ৬৭৮ জনের মাঝে ১ কোটি ৩৩ লাখ ৯৭ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ -এ কলের মাধ্যমে ৫৩টি পরিবারের ২১২ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ৪৩৩টি পরিবারের ৭৩ হাজার ৭৩২ জনের মাঝে ৯৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ত্রাণকার্য (নগদ অর্থ) বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৩৮ হাজার ১৫০টি পরিবারের ১ লাখ ৫২ হাজার ৬০০ জনের মাঝে ১ কোটি ৭১ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ -এ কলের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারের ১২০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৩

**আইসিটি বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগ শোকেসিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রদর্শনী (শোকেসিং) উপলক্ষে এক কর্মশালা আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রিনা পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম আরশাদ হোসেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক খাইরুল আমিন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ডাঃ বিকর্ণ কুমার ঘোষ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব তৌহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ভালো উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ প্রদর্শন করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আরো অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী নির্বাচন করে প্রকাশ করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বলেন আমাদের আইসিটি বিভাগ ও এর অধীন দপ্তরের কর্মকর্তাগন প্রদর্শনীতে অনেক নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে এসেছে। এসময় তিনি করোনা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ওয়েবসাইট ‘সুরক্ষা’, জুমের বিকল্প ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘বৈঠক’, প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কেম্পস’সহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে উদ্ভাবন কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ কর্মশালা উদ্ভাবনী শোকেসিং চর্চাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে এবং সেবাবান্ধব কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।

#

শহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪২

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ৩৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৩ হাজার ৬৩৮ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩২ লাখ ১৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫ লাখ ১৮ হাজার ১৯০ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৮ হাজার ২৫৭ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩২ লাখ ১৫ হাজার ৬৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৬ হাজার ২০০ প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৪৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় আরো ১৫ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৩২৩টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৮ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৯০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ৪০ হাজার ২৪৩ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৬৭ লাখ ৪ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ২৫৬ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৭ লাখ ৯৫ হাজার ২৫৬ জন মানুষ। এ ছাড়া এ জেলায় ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১ হাজার ২৩০টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭২৫টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২ লাখ ৮৮ হাজার ৭৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬১৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর(ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৬ হাজার পরিবার ও ৮৭ হাজার ৪৫০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২৬ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৮০১টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৪৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৫০ টাকা ৩২ হাজার ৯৪৬ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৪২টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৪ হাজার ৯১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ৫৬ হাজার ৬২১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫৪ লাখ ৭৯ হাজার ৪৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১ হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৭৯ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১ হাজার ৫০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৫০ হাজার ৪০ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৬ জন প্রান্তিক মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮১ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৭ হাজার প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে অদ্যাবধি ৯১ হাজার ৬৯৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ কোটি ১২ লাখ ৬২ হাজার ৭৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩০১টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৬৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ১৭ হাজার ৬৫৪ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ২৬ লাখ ৭৮ হাজার ৩৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩০০টি পরিবার।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ১১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২৫০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৮ কোটি ৭ লাখ ১৯ হাজার ২০০ টাকা ১ লাখ ৭৯ হাজার ৩৭৬টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৪ হাজার ৫০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ হাজার বস্তা। তাছাড়া ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৭০০ পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ৪৭ হাজার ৬০০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৭১ হাজার ২০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ৮৯ লাখ ৬৭ হাজার ৫৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১ লাখ ৭৫ হাজার ১০৮ টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। ৩৩৩-এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৮০টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০১৫ ঘণ্টা

Handout Number : 2241

**Foreign Minister and Health Minister Hand Over**

**Medicines and PPE for COVID Affected People of Nepal**

Dhaka, 11 May 2021:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen and Health and Family Welfare Minister Zahid Malik handed over medicines and health protection items to the Nepalese Ambassador in Dhaka Dr. Banshidhor Mishra for the COVID affected people of Nepal at the backdrop of deteriorating COVID situation in Nepal.

The Ministers handed over the items at a brief ceremony at State Guest House Padma today. The Foreign Minister handed over a token box of Remdisivir Injection manufactured by BEXIMCO Pharma to the Ambassador as part of 5000 vials of Remdisivir to Nepal from SAARC COVID Emergency Fund created at the instruction of Prime Minister Sheikh Hasina. These Remdisivir will be transported by the Himalyan Airlines to Kanthmandu today arranged by the Nepalese Embassy in Dhaka. Health Minister handed token boxes of Hydrocloroquine tablets manufactured by Essential Drugs Company, PPE and musks for the friendly Nepalese people on. Health Ministry is sending a substantive volume of these items which will be transported to Nepal by the Nepalese Embassy soon.

  Senior Secretary of the Foreign Ministry Masud Bin Momen and Health Services Division Secretary Lokman Hossain Miah were present during the handover.

#

Tohidul/Sahela/Sanjib/Joynul/2021/1940hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪০

**রংপুর বিভাগে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৯৩ হাজার ১২৩ পরিবারকে   
৪ কোটি ১৯ লাখ ৫ হাজার ৩৫০ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করেছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন। এছাড়া ১০০ পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন।

কুড়িগ্রাম জেলার ৯ টি উপজেলায় ৫১ হাজার পরিবারকে ৪৫০ টাকা হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার ২০০   
গরিব-দুস্থ-অসহায় মানুষকে নগদ ৫০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৬ হাজার ৫৫০ জন দরিদ্র অসহায় কর্মহীন মানুষকে নগদ ৪৫০ টাকা হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চগড় জেলায় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে মোট ১ কোটি ৯ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪ কোটি ২০ লাখ ৯ হাজার ৩০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর নগরীর জেলা স্কুল মাঠে জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৪০০ জন গরিব-দুস্থ-অসহায় মানুষকে ৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৪৭ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৩৯

**আগস্টে মেট্রোরেলের পারফরমেন্স টেস্ট শুরু হবে**

**---সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

আগামী আগস্ট মাসে ভায়াডাক্টের উপরে মেইন লাইনে মেট্রোরেলের পারফরমেন্স টেস্ট শুরু করা হবে। পারফরমেন্স টেস্টের পরে ইন্ট্রিগ্রেটেড টেস্ট শেষে ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ।

আজ উত্তরাস্থ ডিপো এলাকায় বাংলাদেশের প্রথম বিদ্যুৎচালিত মেট্রো ট্রেন প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে মন্ত্রী এসব কথা জানান। এসময় জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (ITO Naoki) অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী জানান, মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। এই মেট্রো ট্রেনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একই সঙ্গে বিদ্যুৎচালিত ট্রেনের যুগে প্রবেশ করল। এসময় সকলের উপস্থিতিতে প্রথম মেট্রো ট্রেন ডিপোর কোচ আনলোডিং এলাকার নিকটস্থ রেলওয়ে ট্র্যাকে এসে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী জানান, ডিপোর ভূমি উন্নয়নকাজ নির্ধারিত সময়ের নয়মাস পূর্বে শেষ হয়েছে। এতে সরকারের ৭০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। ডিপোর পূর্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৮৮ ভাগ। ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ১৪ দশমিক ৪১ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের ইরেকশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৬ টি মেট্রো রেল স্টেশনের নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। ডিপোর অভ্যন্তরে রেললাইন স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভায়াডাক্টের উপরে ইতোমধ্যে সাড়ে দশ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে এবং আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্টের উপরে Overhead Catenary Wire স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় মেট্রো ট্রেনসেটও গত ৯ মে মোংলা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছেছে।

মন্ত্রী আরো জানান, প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে আগারগাঁও অংশের পূর্তকাজের অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ, দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্তকাজের অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এবং ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ। তিনি জানান, দেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণকাজের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যর মাঝে বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাইকা’র চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইহুও হায়েকাওয়া, ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএএন ছিদ্দিক এবং মেট্রোরেল রুট-৬ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আফতাব উদ্দিন তালুকদার। এছাড়া সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ডিটিসিএ ও ডিএমটিসিএলসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ডিপো এলাকায় উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৮

**চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের**

**পররাষ্ট্রনীতিকে সমৃদ্ধ করতে সকলের সহযোগিতা চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে সমৃদ্ধ করতে সকলের সহযোগিতা চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

পররাষ্ট্র নীতিকে আরো পরিণত ও যুগোপযোগী করার সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে গতকাল ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক আলোচনা সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সহযোগিতার আহ্বান জানান। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন।

উপস্থিত রাজনীতিবিদ, সাবেক কূটনীতিক, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ দেশের ও বিশ্বের গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সাফল্য বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করার পক্ষে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। জনবান্ধব কূটনীতির ভিত মজবুত করে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের জনগণের সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বাড়ানো ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল উপজীব্য হতে পারে বলে আলোচকগণ মত প্রকাশ করেন।

তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের আলোকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং উন্নয়নকে টেকসই ও মসৃণ করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র নীতির সম্ভাব্য সমন্বয় ও যুগোপযোগীকরণের রূপরেখার বিষয়ে নিজেদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁরা এই অনুষ্ঠানমালা আয়োজনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। এছাড়া, বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রযাত্রায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষত কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অগ্রণী পদক্ষেপসমূহের জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানান।

ড. মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অধীনে উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে ধাবমান বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে একটি নেতৃত্বশীল ও আস্থার স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই মর্যাদাশীল অবস্থানকে সুসংহত করা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় এখন থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রী উপস্থিত সুধীসমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণের মূল্যবান মতামত তুলে ধরার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জনগণের আকাক্সক্ষার প্রতিফলন হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় বিশ্বের বৃহৎ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রসমূহসহ প্রায় ১৫০ দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা এবং ৩৩টি ভিডিও বার্তা পাওয়া গেছে। এসব বার্তায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মানবিক ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন।

ড. মোমেন বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা ও কোভিড-১৯ মহামারির মতো বিষয়গুলো মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বেগবান করার পাশাপাশি দূতাবাসসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে জনমুখী করার জন্য ইতোমধ্যে ‘দূতাবাস’ অ্যাপ চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঘরে বসেই ৩৪টি সেবা পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশ দুই বছর মেয়াদে ডি-৮ এবং তিন বছর মেয়াদে ঈষরসধঃব ঠঁষহবৎধনষব ঋড়ৎঁস (ঈঠঋ)- এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হাবিবে মিল্লাত, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মিজ্ শাম্মী আহমেদ, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ইনাম আহমেদ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মুবীন চৌধুরী ও তৌহিদ হোসেন, বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মনিরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম শাখাওয়াত হোসেন, এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী এবং মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম, সাবেক কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক বেগম আমেনা মহসিন, ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, ড. দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক শাহাব এনাম খান, অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন, ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে এবং সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ।

#

তৌহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৩৭

**সরকার দেশে যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের পাশে ছিলো, আছে এবং থাকবে**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশে যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের পাশে ছিলো, আছে এবং থাকবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে আমরা অনেক বড় বড় দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পেরেছি। করেনাকালীন সময়েও সরকার দেশের মানুষকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোঁচাগঞ্জ এলাকার নাফানগর এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন। তিনি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি গিয়ে মানুষের খোঁজ খবর নেন। এসময় তিনি তাদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছন্দা পাল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফছার আলীসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, গত ৯ মে কালবৈশাখী ঝড়ে বোচাগঞ্জ উপজেলার নাফানগর ইউনিয়নের মুড়িয়ালা গ্রামে বেশ কিছু ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গাছপালা উপড়ে পড়ে এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৫২ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৬**

**ঢাকা বিভাগে সরকারের পক্ষ হতে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

গত ৯মে ২০২১ তারিখে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ঢাকা জেলায় ২ লাখ ৩ হাজার ৯৪ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ কোটি ৯ লাখ ৩৭ হাজার ২৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মাদারীপুর জেলায় ১ কোটি ৪৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ৯০ লাখ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাজবাড়ি জেলায় ১ কোটি ৬১ লাখ ২ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪১ লাখ ১৬ হাজার ৮ শত টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নরসিংদী জেলায় ১ কোটি ৯৬ লাখ ৭১ হাজার ৩ শত টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ৪ লাখ ৮৯ হাজার ৬ শত টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২১ কোটি ১১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫০ টাকা এবং ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে ১৫১ টি পরিবার ও ৬৭৯ লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

টাংগাইল জেলায় ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮ হাজার ৩০৩ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৮৯ লাখ ৫১ হাজার ৩৫৫ টাকা, ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে ২৫ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলায় গোসাইরহাট উপজেলায় ৫০০ প্যাকেট, নড়িয়া উপজেলায় ১ হাজার ৪৪০ প্যাকেট, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ডামুড্যা উপজেলায় ৪০০ প্যাকেট ভেদেরগঞ্জ উপজেলায় ২ হাজার ৪৭২ প্যাকেট এবং ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে সদর উপজেলা এবং গোসাইরহাট উপজেলায় ১ প্যাকেট করে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ৭৫ লাখ ৮১ হাজার ৮৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলায় ৫২ লাখ ২২ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ কোটি ৬০ লাখ ৫৪ হাজার ৬৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলায় ৭৭ লাখ ৯৭ হাজার ৯ শত ৫ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৮ কোটি ৯৪ লাখ ৬ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ৯৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ জেলায় ১৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ১২ লাখ ৯২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে ৮৯ টি পরিবার ও ৪৪৫ লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৩৫

**খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

খুলনা বিভাগের খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় করোনায় কর্মহীন মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

খুলনা জেলায় আজ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহিদ হাদিস পার্কে ৫ শত জন প্রান্তিক দোকান কর্মচারী, গণপরিবহনের শ্রমিক এবং ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাদের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, চিনি, সেমাই ও দুধ বিতরণ করা হয়।

যশোর জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪৯ হাজার ৪ শত ১০ টি পরিবারের মাঝে  
২ কোটি ৪৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৭৯ হাজার ৭ শত ২০ টি পরিবারের মাঝে ১২ কোটি ৫৮ লাখ ৭৪ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ২ হাজার টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ করোনাভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৮ হাজার ৯ শত ৬৫ টি পরিবারের মাঝে ৪২ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১০ হাজার ৮ শত ৭ টি পরিবারের মাঝে ৪৮ লাখ ৬৩ হাজার ১ শত ৫০ টাকার অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ১৬ হাজার ১ শত ৩৩ টি পরিবারের মাঝে ৭২ লাখ ৫৮ হাজার ৬ শত ৯৩ টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩৩ হাজার ৮ শত ৭৫ টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লাখ ৪৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৫০ জন নারী খেলোয়াড়ের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, চিনি, সেমাই সহ অন্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ২ হাজার ৬ শত ৯১ টি পরিবারের মাঝে ৫ শত টাকার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় ৭ হাজার ৬ শত ৫৯টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ৪ হাজার ৬ শত ৬৫ টি পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৪১ হাজার ৪৫ টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১ হাজার ৪শত ৮৫ টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার এবং ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ৩০ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ৩০ হাজার ৩ শত পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৪১ হাজার ৯ শত ৪৭ টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ১০ কোটি ৮৮ লাখ ৭৬ হাজার ১ শত ৫০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ৭২ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ৮ হাজার ৫০ টি পরিবারের মাঝে ৩৬ লাখ ২২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৩ হাজার ৩ শত টি পরিবারের মাঝে ৫৯ লাখ ৮৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৪

হাওরে শতভাগ, সারা দেশের ৬৪ ভাগ বোরো ধান কর্তন সম্পন্ন

**১০ লাখ টন উৎপাদন বাড়বে**

-- কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ইতোমধ্যে হাওরের শতভাগ ও সারা দেশের শতকরা ৬৪ ভাগ বোরো ধান কর্তন শেষ হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই অবশিষ্ট ধান কর্তন সম্পন্ন হবে। সারা দেশে এবছর ৪৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭৬০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘বোরো ধানের উৎপাদন পরিস্থিতি ও কৃষির সমসাময়িক বিষয়’ নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন।

হাওরের শতভাগ ধান ঘরে তুলতে পারা অত্যন্ত আনন্দের ও স্বস্তির উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, হাওড়ভুক্ত ৭টি জেলায় এ বছর বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩৪ হেক্টর জমিতে; যা দেশের মোট আবাদের প্রায় ২০ শতাংশ। আর শুধু হাওরে আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫১ হাজার ৭৭০ হেক্টর জমিতে।

ধানকাটা মেশিন দ্রুত মাঠে দেয়া এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে শ্রমিকের সময়মত যাতায়াত সুগম করার ফলেই এ বছর দ্রুততার সাথে ধান কাটা সম্ভব হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, গত বছর একই তারিখে সারা দেশের মাত্র ৩৩ ভাগ ধান কর্তন সম্ভব হয়েছিল। ধান কাটার মেশিন ও শ্রমিকের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

তিনি জানান, এবছর শুধু হাওড়ভুক্ত ৭ জেলাতেই বহিরাগত শ্রমিক আনা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার জন (৪৯১০৮ জন)। এছাড়া, এবছর ধান কাটতে ২ হাজার ৬২০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৭৮৯টি রিপার মাঠে চলমান আছে। ‘প্রতিবছর কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে এটি নতুন মাত্রাযোগ করেছে। এতে একদিকে শ্রমিক সংকট থাকলেও দ্রুত ধান কাটা যাচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদন খরচ কমার ফলে কৃষক লাভবান হচ্ছে’ বলেও উল্লেখ করেন ড. রাজ্জাক। তিনি আরো বলেন, ‘অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে ধান কাটাসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা’।

মন্ত্রী বলেন, এ বছর বোরোতে ২ কোটি ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা । গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৯৬ লাখ টন। এখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত না আসলে বোরো ধান উৎপাদনে আর কোন প্রভাব পড়বে না বলে আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় কমপক্ষে ১০ লাখ টন উৎপাদন বেশি হবে।

মন্ত্রী জানান, বোরো ধান দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছরে মোট উৎপাদিত চালের ৫৫ ভাগের বেশি আসে এ বোরো থেকে। বছরে যে পরিমাণ (২ কোটি টনের মত) বোরো উৎপাদন হয়, তার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৭৫ হাজার কোটি টাকা।

মন্ত্রী বলেন, গত আউশ-আমনের ক্ষতি পোষাতে এবছর বোরোর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। বীজ, সারসহ নানা প্রণোদনা কৃষকদেরকে প্রদান করা হয়েছে। ফলে, গত বছরের তুলনায় এবছর ১ লাখ ২৯ হাজার ৩১৩ হেক্টর বেশি (২.৭২% বেশি) জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়া, গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩ লাখ ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিডের আবাদ বেড়েছে। হাইব্রিড ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য ১৪ লাখ ৯৬ হাজার ৯৭০ জন কৃষককে ২ লাখ হেক্টর জমি আবাদের জন্য ৭৬ কোটি টাকার হাইব্রিড ধানের বীজ বিনামূল্যে দেয়া হয়।

এবছর গড় ফলনের পরিমাণও বেশি হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গত বছর দেশে বোরো ধানের গড় ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৩ দশমিক ৯৭ মেট্রিক টন; এবছর গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৪ দশমিক

১৭ মে.টন। অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বেড়েছে এবছর ০.২০ মে.টন (৫.০৪%)। তবে সারা দেশের শতভাগ ধান কাটা হয়ে গেলে গড় ফলনের পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবেও বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, এই ফলন বেশি হওয়ার কারণ এ বছর হাইব্রিড ধানের উৎপাদন যেমন বেশি হয়েছে, উচ্চফলনশীল ধানের প্রচলন ও সম্প্রসারণও বেশি হয়েছে। এসময় তিনি ব্রি-৮১, ব্রি-৮৯, ব্রি-৯২ জাতের ধান-যেগুলোর ফলন প্রতি বিঘায় ২৫-৩০ মণ, চাষে কৃষকদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হিটশকে ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষিদেরকে জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে নগদ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ১০৫জন কৃষককে জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে নগদ সহায়তা প্রদান শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। এতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

চলতি আউশ মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধিতেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এবছর ১৩ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ আবাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৪ লাখ ৮৫ হাজার মেট্টিক টন চাল। এ লক্ষ্য অর্জনে ৪ লাখ ৫০ হাজার কৃষককে (কৃষক প্রতি ১ বিঘা) চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, মৌলভীবাজার জেলার পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে ৩ হাজার কৃষকের মাঝে ১৫ মেট্রিক আউশ বীজ বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া মন্ত্রী জানান, আগামী ৩ বছরের মধ্যে পেঁয়াজ ও পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, মহাপরিচালক(বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৩

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ১৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৩০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৭৬ হাজার ২৫৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ১৫ হাজার ৩২১ জন।

#

হাবিবুর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০১ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৩২

**দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র-তৎপরতা বাড়াতেই খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিতে চেয়েছিল বিএনপি**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

‘দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র-তৎপরতা বাড়াতেই বিএনপি খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিতে চেয়েছিল’ বলেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে তারা বিদেশ নিয়ে যেতে চান, এর আইনি কোনো সুযোগ নাই এবং তাদের বিদেশে নেয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দেয়া নয়, বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি এবং বিদেশ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানাভাবে এখন যে ষড়যন্ত্র ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড করা হয়, সেগুলোকে আরো তৎপর করা।

‘বেগম খালেদা জিয়ার ঠিক জন্মদিন কোনটা, সেটা জনগণ জানতে চায়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমিও দেখেছি, করোনা টেস্টের রিপোর্টে বেগম খালেদা জিয়ার জন্মতারিখ ৮ মে, ১৯৪৬ সাল। এই গোমর যখন ফাঁস হয়ে গেছে, আজকে না কি ফখরুল সাহেব সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন, নিশ্চয় বলেছেন, এটি সঠিক নয়।’

‘আপনাদের পাসপোর্টে একটা জন্ম তারিখ, স্কুল সার্টিফিকেটে আরেকটা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে অন্য একটা আবার করোনা রিপোর্টে আরেকটা জন্ম তারিখ- আপনাদের ঠিকটা কোনটা, সেটা জনগণ জানতে চায়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বিএনপি’র উদ্দেশ্যে বলেন, ‘এই ধরণের ভাঁওতাবাজির রাজনীতি, মিথ্যার রাজনীতি, জনগণকে ধোঁকা দেয়ার রাজনীতি পরিহার করুন। টেলিভিশনে উঁকি দিয়ে দিয়ে সরকারের সমালোচনা করলেই রাজনৈতিক দল হওয়া যায় না।’

মন্ত্রী এ সময় বলেন, ‘আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। বিএনপি এবং খালেদা জিয়াই প্রতিহিংসার রাজনীতি করে। সেজন্যই তারা ১৫ আগস্ট মিথ্যা জন্মদিন পালন করে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল, ১৯৯৬ সালে পাতানো নির্বাচন করে বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বিরোধী দলীয় নেতা বানানো হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার তারা বন্ধ করেছিল।’

জননেত্রী শেখ হাসিনা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আদালতে জামিন না পাওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে বেগম খালেদা জিয়াকে আজ প্রায় দেড় বছর ধরে কারাগারের বাইরে রেখেছেন উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘আমাদের নেত্রী প্রতিহিংসার রাজনীতি করেন না, বরং আমাদের নেত্রী যে সহমর্মিতা, যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, তা থেকে বিএনপি এবং খালেদা জিয়ার অনেক কিছু শেখার আছে।’

বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ সায়ীদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লায়ন শেখ আজগর নস্করের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবদুস সোবহান গোলাপ এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং মৎস্যজীবী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2231

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি**

**- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ধারন করে পথ চলার কারণেই শত বাধা বিপত্তি মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি। এ নীতির কারণেই সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের রিজার্ভ ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মানব উন্নয়ন সূচকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো থেকে এগিয়ে রয়েছি। আর বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে আরো অনেক আগেই। বেশ কিছু সূচকে আমরা ভারত থেকেও এগিয়ে আছি। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, চলমান করোনা মহামারিতে পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অনেক দেশের সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান বিভ্রান্ত হয়েছেন। অনেকের চোখের পানি আমরা দেখেছি। উন্নত বিশ্বে অনেক মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তা নিয়ে সবাইকে সাহসী করে তুলেছেন।  আজকে সারাবিশ্বে আলোচিত হচ্ছে করোনা মোকাবিলায় শেখ হাসিনার সফলতার গল্প। তিনি জীবন ও জীবিকা দুটোকে একসঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার মিশনে সফল হয়েছেন। ডিজিটাল সিস্টেম এবং প্রণোদনার কারণে যেমন দেশের অর্থনীতি চাঙা রেখেছেন। আবার করোনার চিকিৎসা ব্যবস্থাও চালু রেখেছেন। উপজেলা পর্যায়েও আইসিইউ এবং অক্সিজেন ব্যবস্থা শিগগিরই চালু হবে।

তিনি বলেন, কৃষকের ধান কাটা থেকে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, টেলিমেডিসিন, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেন সেবা এমনকি মরদেহ সৎকার পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা করে দিয়েছে। এসময় দেশবাসী বাংলাদেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের কোনো ভূমিকা দেখেনি।

প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছন্দা পাল, উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ডা. আবুল বাশার মো: সায়দুজ্জামান, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আব্দুস সবুর, বোচাগঞ্জ উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো: জাফরুল্লাহ, সেতাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১৫১৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2230

**PuvcvBbeveM‡Ä 800 Rb `y¯’ I Kg©nxb bvix‡K cÖavbgš¿xi gvbweK mnvqZv cÖ`vb**

ivRkvnx, 28 ‰ekvL (11 †g) :

PuvcvBbeveM‡Ä K‡ivbv cwiw¯’wZ †gvKvwejvq cÖavbgš¿xi gvbweK mnvqZv Kg©m~wPi Ask wn‡m‡e w`bgRyi, wiKkvPvjK, f¨vbPvjK, cwienY kÖwgK, Pv‡qi †`vKvb`vi, wfÿzK, feNy‡i, Z…Zxq wj½mn Amnvq, ÿwZMÖ¯Í I Kg©nxb gvby‡li gv‡S Lv`¨mvgMÖx weZiY Ae¨vnZ i‡q‡Q|

MZKvj we‡K‡j ‡Rjv kn‡ii nwi‡gvnb miKvwi ¯‹zj gv‡V 800 Rb `y¯’ I Kg©nxb bvixi nv‡Z Lv`¨mvgMÖx Zz‡j †`b †Rjv cÖkvmK †gv. gÄyiæj nvwdR| Lv`¨mvgMÖx wn‡m‡e cÖ‡Z¨K‡K Pvj, Wvj, Avjy, †cuqvR, mqvweb †Zj, wPwb, †mgvB I jeY †`qv nq|

G mgq ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi DccwiPvjK G.‡K.Gg ZvRwKi-DR-Rvgvbসহ †Rjv cÖkvm‡bi Kg©KZv©MY Dcw¯’Z wQ‡jb|

cÖavbgš¿xi KvQ †\_‡K G ai‡bi Dcnvi †c‡q G mgq mK‡j Avbw›`Z nb| gvbweK mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ Zviv cÖavbgš¿x‡K AvšÍwiK ab¨ev`I Rvbvb|

#

dviæK/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৪৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 222৯

**আগামীকাল পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

**১৪৪**২ **হিজরি সনের পবিত্র** শাওয়াল **মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল ১**২ মেবুধ**বার সন্ধ্যা** ৭**.**০০ **টায়** (**বাদ মাগরিব**) **বায়তুল মুকাররম** জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে **জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।**

**বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র** শাওয়াল **মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।**

**টেলিফোন নম্বর : ৯৫৫৯৪৯৩, ৯৫৫৫৯৪৭, ৯৫৫৬৪০৭ ও ৯৫৫৮৩৩৭।**

**ফ্যাক্স নম্বর : ৯৫৬৩৩৯৭ ও ৯৫৫৫৯৫১।**

**#**

শায়লা/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১৪৪৫ ঘণ্টা

**চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশের জন্য**

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২২৮

**পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। ঈদের আনন্দ আমাদের সবার।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন পরিব্যক্তি লাভ করুক-এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক। বিশ্বের সকল মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক-আজকের দিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

অস্বাভাবিক পরিবেশে আমরা ঈদুলফিতর উদ্‌যাপন করছি। করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এক অদৃশ্য ভাইরাস মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা বাধ্য হচ্ছি নিজ নিজ অবস্থানে ধৈর্য সহকারে অবস্থান করতে যাতে অপরকে সংক্রমিত না করি বা নিজে সংক্রমিত না হই। এই বিপদের সময় আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ যারা জীবন বাজি রেখে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ বিপদে মানুষের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্ব আজ বিপদগ্রস্ত। এসময় সকলকে অসীম ধৈর্য নিয়ে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল মনে একে অপরকে সাহায্য করে যেতে হবে।

পাশাপাশি আমি করোনা ভাইরাসের এই মহামারিতে অনুরোধ করব, যথাসম্ভব গণজমায়েত এড়িয়ে আমরা যেন ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিশেষ দোয়া করি যেন এই সংক্রমণ থেকে আমরা সবাই দ্রুত মুক্তি পাই।

পবিত্র ঈদুলফিতরের এই দিনে আমি মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি।

মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন। আমিন

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশের জন্য

**চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশের জন্য**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২২৭

**পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঈদ মোবারক।

পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

ঈদুলফিতর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর অপার খুশি আর আনন্দের বারতা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে পবিত্র ঈদুলফিতর। দিনটি বড়ই আনন্দের, খুশির। এ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, গ্রামগঞ্জে, সারা বাংলায়, সারা বিশ্বে। এ দিন সকল শ্রেণিপেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হন এবং ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেন। ঈদ সবার মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন। ঈদুলফিতরের শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ-এ প্রত্যাশা করি।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, কূপমণ্ডূকতার কোনো স্থান নেই। মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহাবস্থান, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্যসহ বিশ্বজনীন কল্যাণকে ইসলাম ধারণ করে। ইসলামের এই সুমহান বার্তা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ বছর ঈদুলফিতর এমন একটি সময়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। করোনা মহামারির কারণে জীবন ও জীবিকা দুটোই আজ হুমকির মুখে। এ কঠিন সময়ে আমি সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গের প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি দেশবাসীর প্রতি যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে ঈদুলফিতর উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে এ মহামারি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

ইসলামের মর্মার্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মানবতার মুক্তির দিশারি হিসাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, বিশ্ব ভরে উঠুক শান্তি আর সৌহার্দে - পবিত্র ঈদুলফিতরে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশের জন্য

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২২৬

**সংঘর্ষে আহত গার্মেন্টস শ্রমিককে হাসপাতালে দেখতে গেলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

গাজীপুরের টঙ্গীর মিল গেট এলাকায় হামীম গ্রপের একটি গার্মেন্টস কারখানায় গতকাল পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত শ্রমিককে হাসপাতালে দেখতে যান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

গতকাল রাত সাড়ে দশটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গার্মেন্টস শ্রমিক কাঞ্চনকে দেখতে যান প্রতিমন্ত্রী। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত ১২ জন শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। তাদের মধ্যে ১১ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। একজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী চিকিৎসাধীন শ্রমিকের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন তিনি। চিকিৎসা বিষয়ে উপস্থিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়াও চিকিৎসাধীন শ্রমিকের চিকিৎসার খরচ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বহন করা হবে বলে ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মো. আলাউদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকার উপমহাপরির্দক একে এম সালাউদ্দিন এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের সহকারী শামীমা সুলতানা হৃদয়, হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য চিকিৎসকগণ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকা কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গতকাল ঈদের ছুটি বৃদ্ধির দাবিতে হামীম গ্রুপের একটি কারখানার সামনে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের সাথে সংঘর্ষে পুলিশসহ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।

#

আকতারুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২২৫

**টঙ্গীতে শিক্ষকদের মাঝে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণ**

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ (১১ মে) :

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল গতকাল টঙ্গীতে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছেন। তিনি প্রায় এক হাজার শিক্ষকের মাঝে এই ঈদ উপহার বিতরণ করেন।

উপহার বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই সরকার জনগণের পাশে রয়েছে। আমরা প্রতিবারের ন্যায় এবারো ঈদের আনন্দ সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে নানা মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করছি। ভবিষ্যতেও সরকারের এ সকল জনমুখী কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

গাজীপুর প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১০৪০ ঘণ্টা